পাক্ষিক

আহমদী

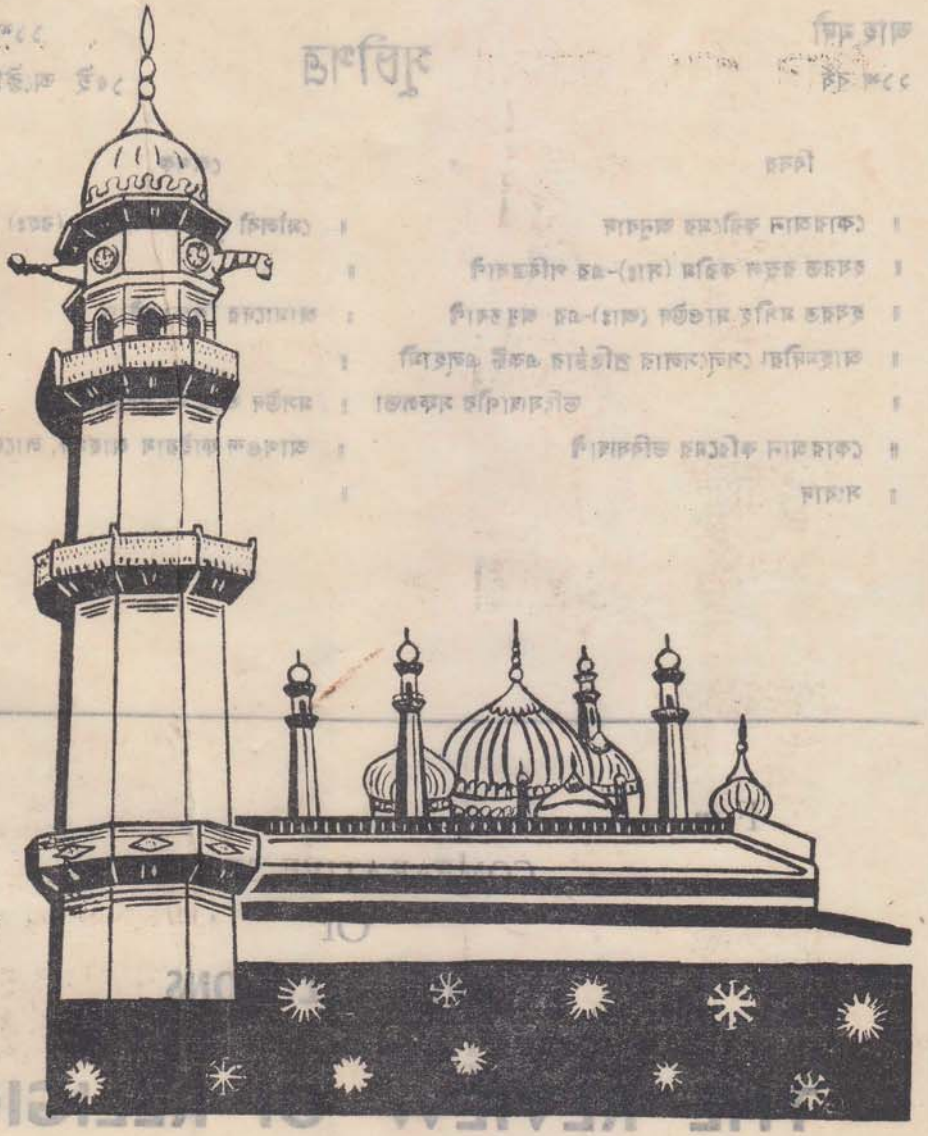

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বাষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৭

বাষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

১১শ সংখ্যা
১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	২৪৫
হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী		২৪৬
হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	আমাদের শিক্ষা হইতে	২৪৭
আহমদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠার একটি এল্‌হামী ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা	মসউদ আহ্‌মদ দহ্‌লবী	২৪৯
কোরআন করিমের ভবিষ্যদ্বাণী	আখওন্দ ফাইয়ায আহমদ, লাহোর	২৫৩
সংবাদ		২৬৩

For
COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই অক্টোবর : ১৯৬৭ সন : ১১শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

১১শ রুকু

৮১ ॥ যাহারা (তবুক অভিযানে) পশ্চাতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহারা রসুলের (আদেশের) বিরুদ্ধে নিজেদের বসিয়া থাকায় আনন্দিত হইল এবং আল্লার পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়া জেহাদ করিতে না-পছন্দ করিল। এবং (অপরকে) বলিল, তোমরা (এরূপ তীব্র) উষ্ণতার মধ্যে বাহির হইও না। (হে নবী) তুমি বল, দুযখের আগুন (উহা অপেক্ষা) তীব্রতর উষ্ণ ; হায়, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত।

৮২ ॥ বস্তুতঃ তাহারা অল্প হাসিয়া লউক। তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার প্রতিফল স্বরূপ তাহাদিগকে অধিক ক্রন্দন করিতে হইবে।

৮৩ ॥ অনন্তর যদি আল্লাহ্ তোমাকে তাহাদের কোন দলের নিকট পুনরায় আনয়ন করেন এবং তাহারা তোমার নিকট (যুদ্ধে) বাহির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তবে তুমি বলিও

তোমরা কখনও আমার সঙ্গে বাহির হইতে পারিবে না এবং আমার সঙ্গে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধও করিতে পারিবে না। নিশ্চয় তোমরা প্রথমবার বসিয়া থাকা পছন্দ করিয়াছ, অতএব পশ্চাদ্বর্তীদের সহিত বসিয়া থাক।

৮৪॥ এবং তাহাদের কেহ মরিলে কখনও তাহার জানাযার নমাজ পড়িও না এবং তাহার কবরে (দোয়ার জন্যও) দাঁড়াইও না। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ্‌ এবং তাহার রসুলের সহিত ধর্মদ্রোহিতা করিয়াছে এবং দুষ্কর্মশীল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

৮৫॥ এবং তাহাদের ধনরাশি এবং তাহাদের সন্তানবর্গ যেন তোমাকে বিস্মিত করিয়া না দেয়। আল্লাহ্‌ ইহাই ইচ্ছা করেন যে, তাহাদিগকে উহা দ্বারা এই পৃথিবীতে শাস্তি দিবেন এবং তাহারা কাফির থাকা অবস্থায় যেন তাহাদের প্রাণ বহির্গত হয়।

৮৬॥ এবং যখন কোন সুরা নাযিল করা হয় যে, তোমরা আল্লার প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁহার রসুলের সহযোগে যুদ্ধ কর তাহাদের ধনবানগণ তোমার নিকট (যুদ্ধে না যাইবার জন্য) অনুমতি প্রার্থনা করে এবং বলে, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আমরা উপবেশনকারীদের সহিত (বসিয়া) থাকিব।

৮৭॥ তাহারা পশ্চাদ্বর্তী নারীদের সহিত থাকিয়া যাইতে পছন্দ করে এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করা হইয়াছে ফলে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৮৮॥ কিন্তু রসুল এবং যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন এবং তাহাদের প্রাণদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য মঙ্গল সমূহ এবং একমাত্র তাহারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

৮৯॥ আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার নিম্ন দিয়া নদীমালা প্রবাহিত; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে এবং উহাই মহা সফলতা। (ক্রমশঃ)

★

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী

[১]

হযরত আয়েশা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন কোন বান্দা গুণা স্বীকার করিয়া তওবা করে, আল্লাহ্‌ তাহার তওবা কবুল করেন। —বোখারী, মোসলেম।

[২]

হযরত এবনে আব্বাস (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে অনবরত ক্ষমা চাহিতে থাকে, প্রত্যেক দুঃখ-কষ্ট হইতে আল্লাহ্‌ তাহার জন্য এক পথ বাহির করিবেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হইতে তাহার জন্য একটি শান্তির পথ বাহির করিবেন। তিনি তাহাকে এমন স্থান হইতে রিজিক দিবেন, যাহা সে জ্ঞাত নহে। —আবু দাউদ।

[৩]

হযরত বেলাল (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে বলে আমি আল্লার নিকট ক্ষমা চাই, এমন আল্লার যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, যিনি চিরজীবিত, চিরস্থায়ী, আমি তাহার নিকট তওবা করি, যদি সে জেহাদ হইতেও পলায়ন করিয়া আসে, তাহাকে ক্ষমা করা হয়।

—তিরমিযী।

[৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে তাহার গুণার জন্য অনুতপ্ত, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার গুণা নাই।

[৫]

হযরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয়ই মহান এবং গৌরবান্বিত আল্লাহ্ জান্নাতে ধার্মিক লোকের পদ-মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। সে বলিবে, হে প্রভু, আমার জন্য ইহা কেন? তিনি বলিবেন, তোমার জন্য তোমার ছেলের ক্ষমা প্রার্থনার দরুণ। —আহ্মদ।

★

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

কে আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে?

অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলিতে চাই যে, বাহ্যিক বয়াত করিয়া তোমাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, এইরূপ চিন্তাকে কখনও মনে স্থান দিও না। বাহ্যিকতার কোন মূল্য নাই। আল্লাহ্-তালা তোমাদের হৃদয় দেখিয়া থাকেন এবং তদনুসারে তোমাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। দেখ, তোমা-দিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমি আমার শিক্ষাদানের কর্তব্য সমাপন করিতেছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, তাহা কখনও পান করিবে না। আল্লাহ্-তালার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তাহা হইতে দূরে থাক। সর্বদা দোয়ায় ব্যাপৃত থাক, যেন তোমরা শক্তি লাভ করিতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করিবার সময় খোদাকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত বিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে না করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ না করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ এবং পরকালের দিকে একবারও চক্ষু তুলিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে সংসার অপেক্ষা অধিক প্রিয় জানে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে সকল পাপ এবং কু-অভ্যাস হইতে, যথা—মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপদৃষ্টি, বিশ্বাস-ঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য অন্যায়া-চারণ হইতে তৌবা করে না (বিমুখ হয় না), সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নিষ্ঠার সহিত নামাজ পড়ে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সহিত খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না, এবং সাধারণ বিষয়ে, যাহা

কোরান-বিরুদ্ধ নহে, তাহাদের আদেশ পালন করে না এবং তাহাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সহিত সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে স্বামী স্ত্রীর সহিত এবং যে স্ত্রী স্বামীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার সহিত বয়াতের (দীক্ষার) প্রতিশ্রুতিকে কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ এবং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ভাল কার্যে আমার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীদিগের দলে বসে এবং তাহাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সকল ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং উহাদের সঙ্গী, যাহারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নির প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগাইয়া থাকে, এবং নিজেদের কুকর্ম হইতে তওবা করে না (বিরত না হয়) এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তাহারা আমার সম্প্রদায়-ভুক্ত নহে।

এই সকল বিষ বিশেষ। ইহা পান করিয়া তোমাদের পক্ষে জীবিত থাকা কখনও সম্ভব নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তির মন কুটিলতাময় এবং যে খোদার সহিত নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে ব্যক্তি কখনই সেই আশিসের অধিকারী হইতে পারে না, যাহা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তিগণ, যাঁহারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং আপন প্রভুর (খোদার) সহিত সর্বদা বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। তদ্রূপ ব্যক্তিগণ কখনও বিনষ্ট হইবেন না। খোদা কখনও তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত করিবেন না। কারণ তাঁহারা খোদার এবং খোদা তাঁহাদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা হইবে। তাঁহাদের প্রতি যে শত্রু আগমন করে, সে নিতান্তই নির্বোধ। কারণ, তাঁহারা খোদাতালার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং খোদাতায়ালা তাঁহাদের সহায় আছেন। ইহারাই খোদাকে বিশ্বাস করিয়াছেন।

সেই ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির নিধন সাধনের জন্য চিন্তিত। কারণ সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্‌ সাধু ব্যক্তিগণকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন। বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন-সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন।

★

আহমদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতার একটি এল্‌হামী ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা

বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক মিঃ টুইনবীর সাক্ষ্য

—মসউদ আহ্‌মদ দহ্‌লবী

[১]

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস্‌ সালাত ওয়াস্‌ সালাম ১৮৯১ সনে লুধিয়ানায় অবস্থান কালে, যখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত কেতাব 'এযালায়ে-আওঁহাম' প্রণয়ন করিতে-ছিলেন, তাঁহার কোন কোন সাথীর নিকট তাঁহার একটি এল্‌হাম বর্ণনা করেন। সেই এল্‌হামটি ছিল এই ঃ

"সাল্‌তানাতে বার্তানিরা তা হাশ্‌ৎ সাল,
বা'দ আয্‌ আঁ আইয়ামে যুওফ ও এখ্‌তেলাল"

—অর্থাৎ, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান উন্নতি আট বৎসর পর্যন্ত এই প্রকারেই অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু ইহার পরেই দুর্বলতা ও ত্রুটীর লক্ষণ প্রকাশ আরম্ভ হইয়া ইহার অবনতির ভিত্তি পত্তন হইবে।" হযরত মৌলবী আব্‌দুল্লাহ্‌ সন্নৌরী সাহেব রাযিআল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, এই এল্‌হাম ১৮৯১ সনের পূর্বেকার, যদিও হুযুর আলাইহেস্‌ সালাম ইহা লুধিয়ানা বাস কালেও বর্ণনা করেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, এই এল্‌হাম ১৮৮৮ সন, কিংবা ১৮৮৯ সন, কিংবা উহারও কিয়ৎ সময় পূর্বে হইয়াছিল। যদি এল্‌-হামের শব্দগুলি অনুযায়ী আট বৎসর যোগ করা হয়, তবে ইহার অর্থ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের ভিত্তি ১৮৯৬-৯৭ সন কিংবা ইহারই সন্নিহিত সময়ে পত্তন হওয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। হযরত মসিহ্‌ মওউদ আলাইহেস্‌ সালাম এই এল্‌হামটি ঐ সময়ে যতই প্রকাশ করিতে বিরত ছিলেন, কিন্তু হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব এল্‌হামটি মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেবকে বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত মৌলবী সাহেব ইহাকে সেই সময়েই তাঁহার কাগজ 'ইশাআতুস্‌ সুন্নাহে' ছাপিয়া দেন। অতঃপর, তিনি "অষ্ট বর্ষীয় ভবিষ্যদ্বাণী" ("পেশওয়ী হাশ্‌ৎ সালাহ্‌") শীর্ষ দিয়া 'ইশাআতুস্‌ সুন্নাহে' পুনঃ পুনঃ ইহার সমালোচনা করিতে থাকেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, উক্ত কাগজের ত্রয়োদশ জেল্‌দ, ১-৩ সংখ্যা, ৩ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ বিদ্যমান।

যে সময়ে হযরত মসিহ্‌ মওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌-সালামকে আল্লাহতা'লা এই সংবাদ দিয়াছিলেন, ঐ সময়ে কেহই এরূপ ধারণা করিতে পারিত না যে, আট বৎসরের মত অল্প সময়ের মধ্যে মহা বৃটিশের বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন আরম্ভ হইবে। কারণ, তখন বৃটেনের ভাগ্যলক্ষ্মী মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসী ইহার ক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিল। স্বয়ং বৃটেন জাতির জনগণ তখন তাহাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি এবং এক দিন অপেক্ষা অন্য দিন ইহা দৃঢ়তর হইতেছে দেখিতে পাইয়া শীঘ্রই তাহাদের পতন আরম্ভ হওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারিত না। ঐ সময়ে বৃটেন জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধারণায় মত্ত ছিল যে, বৃটেন কখনো পতনের মুখ দেখিবে না। ইহার

প্রতি দিনই ইহার শক্তি, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি লাভ করিতেই থাকিবে। সাম্রাজ্য বৃদ্ধিও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। পতন কিংবা বাধা জন্মিবে না। মনে হয় যে, স্বয়ং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কেও আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে এ কথার বিস্তৃত জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল না যে, এই পতন কি প্রকারের হইবে?—ইহার অর্থ কি? ইহাও সম্ভবপর যে, তিনি তাহা প্রকাশ করা সমাচীন মনে করিতেন না। এই কারণেই তাঁহার একজন মুখলিস সাহাবী হযরত পীর সেরাজুল হক নোমানী সাহেব (রাযিঃ) এই এল্‌হাম সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যখন নিবেদন করেন যে, ইহাতে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ ৮ বৎসর পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধর্ম বলের মধ্যে দৌর্বল্য উপস্থিত হইয়া সত্য ধর্ম ইস্‌লাম এবং আহ্‌মদিয়াতের প্রাধান্য বিস্তার শুরু হইবে, তখন হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলিলেন, "যাহা হওয়ার হইবে, আমরা যথা সময়ের পূর্বে কিছুই বলিতে পারি না।" ('তারিখে আহ্‌মদীয়াত,' ২য় খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ)।

[২]

সময় অতিবাহিত হইতে চলিল। পৃথিবীবাসীর নিকট বাহ্যিকভাবে বৃটেনের শক্তি হ্রাস বা বিপত্তি ঘটার কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। বৃটেন জাতিও ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, তাহাদের প্রাধান্য চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং তাহারা অসাধারণ উন্নতির পর কখনো অবনতির মুখ দেখিবে না। এই প্রকারেই প্রায় পচিশ বৎসর অতিবাহিত হইল। অতঃপর, হঠাৎ এক বিশ্ব মহাসমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। ইহাই প্রথম বিশ্ব মহাসমর নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ চারি বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইল। ইহারও প্রায় ২৫ বৎসর পরে 'দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর' বাঁধিল। ইহা ৫.৬ বৎসর ব্যাপী বিশ্বকে অত্যন্ত উলট-পালট করিল।

এই মহাযুদ্ধের ফলে বৃটিশ শক্তি ক্ষীণ হইল। যতই মুখে বলা হয় যে, বৃটেন পরাজিত হয় নাই, কিন্তু ইহা একটি খাঁটি সত্য যে, ইহার সেই পূর্বেকার শক্তি আর রহিল না। বৃটেন পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর জাতি বলিয়া গণ্য হওয়ার পরিবর্তে তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি বলিয়া জানা গেল। দ্বিতীয় মহাসমরের পর তখনো কয়েকটি বৎসরও যায় নাই, দেখিতে দেখিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কুঞ্চিত হইতে লাগিল। যে, সুবিশাল ও মহাবিস্তৃত এলাকা সমূহ ইহার শোভা বর্ধন করিতেছিল, একে একে স্বাধীন হইতে লাগিল এবং এখন পর্যন্ত কেবলি স্বাধীন হইতেছে।

এখন বৃটিশ সাম্রাজ্য অনেকখানি শেষ হওয়ায় ইউরোপবাসী এবং স্বয়ং বৃটিশ ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বৃটেন যে সময়কে তাহার চরম উন্নতির যুগ বলিয়া মনে করিতেছিল, উহার পতনের মূল-ভিত্তি সেই সময়েই পত্তন হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে, বৃটেনের বিখ্যাত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মিঃ আরনল্‌ড জে, টুইনবী—যাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, ১৯৪৭ সনে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন 'The Present Point In History' শীর্ষ দিয়া। এই প্রবন্ধে তিনি বৃটেন জাতির পতন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া উহার কার্য কারণের উপরেও আলোকপাত করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অবশেষে যে অদৃশ্য ও অব্যক্ত আন্দোলনগুলি ভিতরে ভিতরে পঞ্চাশ বৎসর পরে ভয়াবহ তুফানের অগ্রদূত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং যার ফলে বৃটেনের শক্তি বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ১৮৯৭ সনেই আরম্ভ হইয়াছিল।

[৩]

মিঃ টুইনবীর এই প্রবন্ধখানি "Civilisation on Trial" নামক তাঁহার প্রবন্ধ সমষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির বহু সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি ১৮৯৭ সনের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে যখন বৃটিশ জাতি রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবলী উৎসব পালন করিতেছিল, তখন তাহারা শক্তির নেশায় পুরাপুরি বিভোর ছিল। তাহারা মনে করিতেছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাস এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। যুগের পার্শ্ব পরিবর্তন হইবে না। ইতিহাসের পুনঃ সূচনা আর হইবে না। বৃটেনবাসী এই ধারণা নিয়াই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছিল যে ১৮১৫ সনে ওয়াটারলু যুদ্ধ জয়ের পর পররাষ্ট্রীয় যাবতীয় সমস্যার সমাধান চিরতরে হইয়া গিয়াছে। তেমনি তাহারা মনে করিত যে, ১৮৩২ সনে প্রসিদ্ধ Reform Bill পাশ হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রীয় বিষয়াদির এমনি সমাধান হইয়াছে যে, আর নড়চড় হইতে পারে না। তারপর, ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ফলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ করায়ত্ত হওয়ায় তাহারা নিরাপদ মনে করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনো অস্তমিত হইবে না। সকল দিক দিয়াই তাহারা তাহাদিগকে এবং তাহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে পতন হইতে নির্মুক্ত বলিয়া ভাবিয়াছিল। বস্তুতঃ. মিঃ টুইনবী ১৮৯৭ সনে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর শত বসন্ত পরাজিত মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার জাতির খামখেয়ালিগুলির উপরেও আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"বৃটেন জাতির যে সকল ব্যক্তি ১৮৯৭ সনে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে লণ্ডনে বৃটিশ উপনিবেশ সমূহের সৈন্যদের 'মার্চ পোষ্ট' দর্শন করিতে-ছিলেন' তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা এই কথা ভাবিবার মত নিঃশ্বাস গ্রহণার্থে প্রস্তুত ছিলেন যে, উন্নতির পর অবশ্যই অবনতি আছে। তাঁহারা তাঁহাদের ভাগ্য-রবি মধ্যাকাশে অত্যুজ্জ্বল কিরণমালা লইয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, ইহা মধ্যাকাশেই স্থির থাকিবে। আরো মজার বিষয় এই যে, তাঁহারা এইটুকু প্রয়োজন বোধও করিলেন না যে, যিহোশায়ের ন্যায় সূর্যকে মধ্য স্থানে স্থির থাকার জন্য ঐন্দ্রজালিক আদেশই প্রদান করিতেন। (১)

"যিহোশয়ের পুস্তকের দশম অধ্যায় রচয়িতা, যাহা হউক, একথা জানিত যে, সময়ের গতি এই প্রকারে রুদ্ধ হওয়া অলৌকিক ব্যাপার বটে। কারণ লিখিত আছে, 'তাহার পূর্বে ও পরে সদাপ্রভু যে মনুষ্যের রবে এইরূপ কর্ণপাত করিলেন, এমন আর কোন দিন হয় নাই'। (২)

"কিন্তু ১৮৯৭ সনে বৃটেনের জন-সাধারণ তাহাদের জন্য এই অলৌকিক ব্যাপারকে একটি সুনিশ্চিত ঘটনা স্বরূপ মনে করিল। বাহ্যিকভাবে তাহারা যাহা দেখিতেছিল, সে মতে তাহাদের নিকট ইতিহাসের

---

(১) এখানে মিঃ টুইনবী বাইবেলোক্ত 'যিহোশয়ের পুস্তকের' ১০ম অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পদের প্রতি সঙ্কেত করিয়াছেন। সেখানে লিখিত আছে যে যিহোশয়ের আদেশে সূর্য স্থির রহিল এবং বনি ইস্রায়েল শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত অস্ত গেল না।

"তৎকালে যে দিন সদাপ্রভু ইস্রায়েল সন্তানগণের সম্মুখে ইমরীয়দিগকে সমর্পন করেন, সেই দিন যিহোশয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন, আর তিনি ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন,

পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।" (Civilisation On Trial.)।

অতঃপর ১৯৪৭ সনে যখন পতন রেখা সম্পূর্ণ-রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া পড়িল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃটিশ জাতির ৫০ বৎসরের খাম-খেয়ালী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"১৯৪৭ সনের ঐতিহাসিক অবস্থার আলোকে যখন আমরা (৫০ বৎসর) পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন আমরা দেখিতে পাই যে, বৃটেন জাতির মধ্যবিত্ত সমাজের এই সব খামখেয়ালী পুরাপুরি পাগলামীই ছিল।" (১৮ পৃঃ)।

অতঃপর, মিঃ টুইনবী পাশ্চাত্য জাতিগুলির স্বভাব এবং তাহাদের সভ্যতা বিশ্লেষণ পূর্বক এই সভ্যতার ফলে য়ুরোপের প্রায় জাতিগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে সকল মানসিক বিকারের সৃষ্টি হওয়ায় অবশেষে বৃটিশ সাম্রাজ্য পতনের অগ্রদূত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তার উপর আলোকপাত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, যে মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি—অপরিলক্ষিত উপায়ে ১৮৯৭ সনে আরম্ভ হইয়া সমসাময়িক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিল, তৎফলে ইতিহাসের এক ভীষণ পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বিশ্ববাসীকে কার্য্যতঃ অবহিত করিয়াছে যে, যাবতীয় পরিণতিরই একটা ভাঙ্গন আছে, উন্নতির পর অবনতি আছে। তিনি লিখিয়াছেন :

"আপত দৃষ্টিতে অদৃশ্য যে সকল ভূগর্ভস্থ আন্দোলনকে এক জন 'অন্তরস্থ কন্দোল পাঠক সমাজতত্ত্ববিদ্ ১৮৯৭ সনে ভূ-পৃষ্ঠের উপর কান রাখিয়া অনুভব করিতে পারিতেন তাহাই হইতেছে প্রকৃত কারণ ঐ সকল ভূকম্পন, তুফান এবং আগ্নেয়গিরি উৎপাতের যাহা বিগত ৫০ বৎসর সময়ের মধ্যে 'নির্দয় চক্রকে' তথা জগন্নাথের অন্ধ রথকে চলিবার সঙ্কেত করিয়াছে।" (২০ পৃঃ)।

[৪]

মিঃ টুইনবীর ন্যায় বড় ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের এই স্বীকৃতি যে, অবশেষে যে সকল ক্রিয়া ৫০ বৎসরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৃটেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতিগুলির পতনের হেতু হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৭ সনেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল —ইহা আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ্ মাহ্‌দী আলাইহেস্ সালামের উপরোল্লিখিত এল্‌হামের সত্যতা গৌরবে ঘোষণা করিতেছে।

যখন আল্লাহ্-তা'লা ১৮৮৯ সনে, কিংবা ইহার নিকটবর্তী সময়ে আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার পবিত্র প্রবর্তককে তাঁহার বিশেষ এল্‌হামের দ্বারা ৮ বৎসরের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের সংবাদ দিয়াছিলেন, তখন বৃটেন জাতি শক্তির ঘোর নেশায় মত্ত ছিল। বাকী দুনিয়াও এত শিঘ্র ইহার পতনের কল্পনা করিতে প্রস্তুত ছিল না। স্বয়ং আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতাকেও যথাসম্ভব বিস্তৃত জ্ঞান দেওয়া হয় নাই যে, পতনের এই সূচনা দ্বারা কি বুঝায়? এই বাদেও মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব আলোচ্য এল্‌হামটি তাঁহার কাগজে ছাপিয়া গভর্ণমেণ্ট-কে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কাইতে চেষ্টা করেন। এই সব

'সূর্য তুমি স্থির হও গিবিয়োনে,
আর চন্দ্র, তুমি অয়ালোন তলভূমিতে'।

"তখন সূর্য স্থগিত হইল ও চন্দ্র স্থির থাকিল; যাবৎ সেই শত্রুদিগের প্রতিশোধ না লইল। এই কথা কি যাশের পুস্তকে লিখিত নাই? আর আকাশের মধ্য স্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্ত গমন রতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস ত্বরা করিল না।" (যিশোয়ের পুস্তক, ১০ : ১২-১৩)।

(২) 'যিশোয়ের পুস্তক'। ১০ অধ্যায় ১৪ পদ।

কিছুই হইল। কিন্তু খোদা-তা'লা ইহাকে সফল করিবার প্রকৃত ও যথার্থ সময়কে ৫০ বৎসর পর্যন্ত পর্দার আড়ালে গোপন রাখিলেন।

অবশেষে, বৃটেনের পতনের লক্ষণগুলি যখন সম্যক গোচরীভূত হইতে লাগিল, তখন অন্য কেহ নহে—বৃটেনেরই এক জন বিখ্যাত ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণ দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বৃটেনের পতনের গোড়া পত্তন হইয়াছিল ১৮৯৭ সনে এবং এই প্রকারে তিনি তাঁহার এই স্বীকৃতি দ্বারা এ বিষয়ের উপর সত্যতার মোহরাঙ্কণ করিয়া দিয়াছেন যে, জমিন আসমান টলিতে পারে, কিন্তু খোদার মুখ নিঃসৃত কথা কখনো টলে না। তাহাই সত্য কথা ছিল, যাহা খোদা তাঁহার মসিহ্‌কে বলিয়াছিলেন এবং মসিহ্ বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছিলেন। অর্থাৎ,

"সাল্‌তানাতে বার্তানিয়া তা হাশ্‌ৎ সাল,
বাদ আয্‌ আঁ আইয়ামে যুওফ ও এখ্‌তেলাল"

["বৃটিশ সাম্রাজ্য ৮ বৎসর পর্যন্ত—অতঃপর দুর্বলতা ও বিভ্রাটের দিন সমূহ।"]

কে অস্বীকার করিতে পারে যে, মিঃ টুইনবীর উপরোল্লিখিত স্বীকৃতি আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় প্রতিষ্ঠাতার (আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম) সত্যতা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত করিতেছে এবং অবস্থার ভাষাতে ঘোষণা করিতেছে যে—

"কুদ্‌রত সে আপনি যাত কা দেতা হ্যায় এক সবুত;
উস্‌ বে-নেশান কি চেহারা নুমায়ী এহি তো হ্যায়্‌।
জিস্‌ বাত কো কাহে কে কারুঙ্গা ইয়েহ্‌ মায়ঁ যরুর,
টল্‌তি নেহিঁ উওহ্‌ বাত খোদায়ী এহী তো হ্যায়্‌।

অর্থাৎ, 'পরম সত্তা তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ মহিমা দ্বারা দিয়া থাকেন—এই চিহ্নহীনের চেহারা প্রদর্শন তো ইহাই। যে কথা তিনি নিশ্চয়ই করিবেন বলেন সেই কথা টলে না—খোদায়ী তো ইহাই।" ('দুরে'-সামীন')।

অনুবাদক—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

* ২২শে জানুয়ারী ১৯৬০ সনের দৈনিক 'আল্‌-ফজল' পত্রিকার সালানা জল্‌সা সংখ্যা হইতে গৃহীত।

★

বর্তমান সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে

কোরআন করিমের ভবিষ্যদ্বাণী

গ্রহে রকেট নিক্ষেপ ইসলামের সত্যতার নিদর্শন

আখওন্দ্‌ ফাইয়ায আহমদ, লাহোর

"মহাশূন্যে গিয়াও ইসলামের শিক্ষা
ভেদ করিতে পার না"

বর্তমান সময়ে খোদাতা'লার নিয়োজিত রুহানী ইমাম মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ হযরত খালিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী (রাজিঃ) আমেরিকা ও রাশিয়ায় কৃত্রিম গ্রহ তৈরী বা চাঁদে রকেট নিক্ষেপের সফলতা লাভের দাবীর পূর্বে ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত তাঁহার রচিত কোরআন করীমের তরজমা ও টিকা—'তফসীরে সগীরে'—সুরাহ রাহ্‌মানের একটি আয়েতের যে তফসীর করিয়াছেন, মূলতঃ উহাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা এই প্রবন্ধখানি লিখিতেছি। সুরাহ রাহ্‌মানে বর্তমান সময় সম্বন্ধে অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহার ৩৪ নং আয়েত আমাদের প্রধান কেন্দ্র। সেই আয়েতটি এই ঃ—

"ইয়া মা'শারাল জিন্নে ওআল ইন্‌সে ইনিস্‌ তাতা তুম আন্‌ তানফুযু মিন আক্‌তারিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে, ফানফুযু লা-তান যুফুনা ইল্লা বে-সুল্‌তান।"

অনুবাদঃ "হে জেন ও ইন্‌সের দল, যদি তোমাদের শক্তি থাকে যে, তোমরা আকাশরাজি ও পৃথিবীর কিনারাগুলি হইতে বাহির হইয়া যাও, তবে বাহির হইয়া পড়। তোমরা প্রমাণ ছাড়া কখনো বাহির হইতে পারিবে না।" (৫৫ঃ৩৪ আয়েত)।

তফসীরঃ 'জেন', ধনিক সম্প্রদায় এবং 'ইন্‌স', সর্ব সাধারণ। সুতরাং আজকাল এক দিকে আছে ধনিকের দল, অর্থাৎ কেপিট্যালিজম এবং অন্য দিকে আছে প্রোলিটারিয়েট অর্থাৎ জন সাধারণের দল—অন্য কথায়, রাশিয়া। উভয় দলই এমন রকেট তৈরী করিতেছে, যদ্বারা আকাশীয় গ্রহগুলি পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কিন্তু খোদা-তা'লা বলেন, তাহারা ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবে না? খুব বেশী ঐ সকল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে, যে সকল গ্রহ এই পৃথিবী হইতে খোলা চোখে দেখা যায়। খোদা-তালা আরো বলেন যে, "তোমরা প্রমাণ ছাড়া বাহির হইতে পারিবে না।" অর্থাৎ, "আকাশীয় শিক্ষার প্রতিযোগিতা তোমরা শক্তি দ্বারা করিতে পার না এবং তোমাদের শক্তি বলে তাহা হইতে আযাদ হইতে পার না। শুধু একটি মাত্র উপায় আছে। যুক্তি প্রমাণ দিয়া 'আকাশীয় শিক্ষাকে' পণ্ড কর। ('তফ্‌সীরে সগীর,' ১১৩৫ পৃঃ ৩, ৪, ৫ ও ৭ নং নোট)।

অন্য কথায়, রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির চাঁদ বা কোন নিকট গ্রহে রকেট নিক্ষেপে সফলতা কোরআন মজীদ এবং ইসলামের সত্যতার অন্যতম নিদর্শন বটে। কোরআন করীম মহাশূন্যে গমনের সম্ভবপরতা এবং ইহাতে সফলতার সীমার প্রতি ১৪০০ বৎসর পূর্বে সঙ্কেত করিয়াছিল। হযরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী (রাজিঃ) জগদ্বাসীকে ইহারই প্রতি পথ-প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, আকাশীয় শিক্ষা—অর্থাৎ 'অহি এল্‌হাম' এবং কোরআন করীম প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করিয়া তাহাদের কোনই উন্নতি হইবে না, বরং তাহাদের সবই পণ্ডশ্রম হইবে। মোকাবেলায় নয়, ঐশী শিক্ষা গ্রহণেই মাত্র মঙ্গল। নচেৎ যাহা অনিবার্য, তাহা তো হইবে। রোধ করিবে কে?

মহাশক্তিদ্বয়কে অবকাশ দান

একথা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, এই আয়েতের পূর্বে বলা হইয়াছে, "সানাফ্‌রুগু লাকুম্‌ আইয়ুহাস্‌ সাকেলান"—'ওহে দুইটি প্রধান শক্তি, আমরা তোমাদের জন্য অবসর গ্রহণ করিতেছি।" (৫৫ঃ৩২) আরবী ভাষা অনুসারে 'নাফ্‌রুগু' অর্থ 'না'মুদ'ও হয়। অর্থাৎ, "আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি মনোযোগ করিব।" কাহারা সেই প্রধান দুই শক্তি? হযরত আমীরুল্‌ মুমেনীন মুসলেহ মাওউদ বলেন, ইহারা "রাশিয়া ও আমেরিকা শক্তিপুঞ্জ।" (তফসীর সগীর, ১১৩৫ পৃঃ ১ নং টীকা)। ইহাদিগকে বলা হইয়াছে, 'কিছু দিন অবকাশ দিয়া উভয়কেই ধ্বংস করিব।" ইহাই 'সানাফ্‌রুগু'—'আল্লাহ্‌-তা'লার অবসর নেওয়ার এবং মনোযোগী হওয়ার' তাৎপর্য। (ঐ পৃঃ ২নং টীকা)। বিশ্বের এই দুই মহাশক্তির হাতেই বর্তমানে বিশ্বের শান্তি ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ইহার বিপরীত দিকে যাওয়া হইতে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যেই এই বাণী। ইহারাই মহাশূন্যে গমনের অগ্রদূত। ইহাদের শক্তিগুলি অনাচার, অমঙ্গলের দিকে ব্যয় হইতে ক্ষান্ত না হইলে এবং খোদাকে ভয় না করিলে—অবশ্যই এই সকল ভীতি-প্রদ ভবিষ্যদ্বাণী ভীষণাকৃতি ফল প্রদর্শন করিবে।

অনেকের ভুল বুঝা দূরীকরণার্থে এবং কোরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কোন আকস্মিক উক্তি নয় এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কোরআন করীমের বর্ণনার যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে, তাহা উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমরা আরো কিছু অগ্রসর হইতেছি।

সুরাহ্ রাহ্মানের আরো সাক্ষ্য

কোরআন শরীফ হইতে জানা যায় যে, পৃথিবীতে যখন আন্তর্গ্রাহিক ভ্রমনের প্রচেষ্টা চলিবে, তখন ঐযুগে সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী জাতিগুলির ভয়াবহ পরিণামের সময় নিকটবর্তী হইবে। আমরা সুরাহ্ রাহ্মানেরই উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলির পরবর্তী কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি। খোদা-তা'লা বলেন :—

"য়ুরসালু আলাইকুমা শুয়ায়ুম্ মিন্ নারেওঁ ওয়া নাহাস্সুন্ ফালা তান্তাসেরান।"

অর্থাৎ, (সেই ধ্বংস লীলার পূর্বাভাস স্বরূপে) "তোমাদের দুইয়ের উপর এক অগ্নি-শিখা নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাম্রও নিক্ষিপ্ত হইবে।" (৫৫ঃ৩৭) অর্থাৎ কসমিক বর্ষণ, বোমাপাত প্রভৃতি হইবে। তারপর "ফা ইযান্ শাক্কাতিস্ সামাউ ফাকানাত

ওয়ার্দাতান্ কাদ্দেহান্ * * * হামিন আন।"

অনুবাদঃ "যখন আকাশ বিদীর্ণ এবং লৌহিত চর্মের ন্যায় হইয়া পড়িবে, (তখন) শেষ মীমাংসার সময় উপস্থিত হইবে)। (৩৮ আয়েত)।

"এখন তোমরা উভয়েই বল যে, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা—তোমাদের উন্নতি দাতা প্রভুর দান সমূহের মধ্যে কোনটি অস্বীকার করিবে?" (৩৯ আয়েত)।

"সেই শেষ মীমাংসার সময় সাধারণ মানুষকেও তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না এবং জেনকেও করা হইবে না।" (৪০ আয়েত)।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে সাধারণ 'মানুষ' ও 'জেন' সম্বন্ধে ৩৪ নং আয়াত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ইহারা যথাক্রমে রাশিয়া প্রোলিটারিয়েট এবং পুঁজিবাদী আমেরিকা। অন্যান্য জাতিগুলি ইহাদের দুইয়েরই আশ্রিত বা পক্ষভুক্ত। 'আকাশ বিদীর্ণ হওয়া' অর্থে 'মহাশূন্য তত্ত্ব প্রকাশ' এবং 'কোরআন করীমের আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী ও শিক্ষার প্রচার' বুঝায়। এ সম্বন্ধে পরে আরো বলা হইবে কোরআন করীমের আরো আয়াতের সাহায্যে। 'আকাশ' এক তো 'জড় আকাশ'. আর 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী' বা 'রুহানী শিক্ষা' বুঝায়। ৪০ নং আয়েতে 'পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা' অর্থ, ইহাদের পাপের শাস্তি ইহাদিগকে আপনাপনি ঘেরাও করিবে—জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইবে না।

"অপরাধিগণ তাহাদের চেহারার লক্ষণ সমূহের দ্বারা পরিচিত হইবে এবং তাহাদের মাথায় চুল এবং পায়ের দ্বারা পাকড়াও হইবে।" (৪২ আয়েত)।

"এখন তোমরা বল যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর দান সমূহের কোন কোনটী অস্বীকার করিবে? (৪৩ আয়েত)।

"এই সেই নরক; যাহা অপরাধিগণ অস্বীকার করিতেছে।" (৪৪ আয়াত)।

"(যখন উহাতে প্রবেশের সময় উপস্থিত হইবে) তাহারা উহার (অর্থাৎ নরকের) মধ্যে এবং উত্তপ্ত জলের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে।" (৪৫ আয়েত)।

ইহার এক অর্থ এই যে, সব দিক দিয়া কেবল বিপদই বিপদ দেখিবে। যুদ্ধের জন্য পূর্ণ বেগে তৈরী করিতে থাকিবে। তখন এক দিকে অর্থ নৈতিক বিপজ্জালে নিপতিত হইবে এবং অন্য দিকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়া পরিত্যাগ করিলে, যুদ্ধে শত্রুর কবল গ্রস্ত হইবে। ('তফসীরে সগীর' ১৩৫৭ পৃঃ টীকা)। প্রথমতঃ, এই অবস্থা ঘটিবে। তারপর, যাহা ঘটিবার ঘটিবে।

প্রবন্ধের এই স্থানে সমাপ্ত করিলেও মূল বিষয় নির্ণয়ে কোনই অসুবিধা হইত না। কিন্তু কোরআন করীমের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং স্পষ্টভাবে বোধগম্য করা এবং উপদেশ গ্রহণ-কারীদের উপদেশ গ্রহণের সাহায্যার্থে আমরা ঐশী বাণীর আরো গভীর ব্যাখ্যায় ব্যাপক উদ্ধৃতি সহ মনোনিবেশ করিব।

সুরাহ্‌ নাজ্‌মের ভবিষ্যদ্বাণী

প্রকৃত পক্ষে, একান্ত ধারাবাহিকতা সহ আমাদের বর্তমান যুগের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সুরাহ্‌ নজম, সুরাহ্‌ কমর, সুরাহ্‌ রাহ্‌মান এবং সুরাহ্‌ ওয়াকেয়াতে আরো বহু সুরাহের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। সুরা নজ্‌মের প্রাথমিক আয়েতগুলি অনুবাদ ও সংক্ষেপ টীকা সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"ওয়ান্‌ নাযমে ইযা হাওয়া। মা যাল্লা সাহেবুকুম্‌ ওমা গাওয়া।"

অনুবাদ ঃ 'আমি দিব্য করিতেছি সপ্তর্ষি মণ্ডল সুরাইয়া নক্ষত্রের, যখন ইহা (আধ্যাত্মিক সঙ্কেত স্বরূপ) নীচে আসিবে (অর্থাৎ, আমি ইহাকে একথার সাক্ষ্য স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি যে), তোমাদের সাথী পথ ভ্রান্তও নহেন এবং বিপথাচারীও নহেন। (৫৩ ঃ ২-৩)।

ইহাতে রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইশারা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"লাউ কানাল্‌ ইমানু মোয়াল্লাকাম্‌ বিস্‌-সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম্‌ মিন ফারেস।"

অর্থাৎ, "যদি ইমান উড়িয়া সুরাইয়াতে (সপ্তর্ষি মণ্ডলেও) প্রস্থান করে, তবু এক জন পারস্য বংশীয় ব্যক্তি ইহা সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিবেন।' অর্থাৎ, যখন তিনি প্রকাশিত হইবেন তখন সকলেই জানিতে পারিবে যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গীন ছিল। তিনি পথ ভুলেন নাই, তিনি বিপথেও যান নাই এবং তিনি হীন প্রবৃত্তি মূলক আকাঙ্খাদির অধীন হন নাই। ('তফসীরে সগীর' ১১৮ পৃঃ টীকা)

তারপর, এই সুরাহের শেষ রুকুতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস অপনোদন স্বরূপে বলা হইয়াছে ঃ

"আম্‌লাম য়ুনাব্বা ফিস্‌ সহুফে মুসা ও ইব্রাহীমা * * * ইলা রাব্বেকা মুন্‌তাহা।"

অনুবাদ ঃ "তাহাকে কি মুসা এবং বিশ্বস্ত ইব্রাহীমের কেতাবগুলিতে যাহা আছে, তাহার জ্ঞান দেওয়া হয় নাই? (৩৭-৩৮ আয়েত)।

"(তাহা হইতেছে এই যে) কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অন্যের বোঝা বহন করিতে পারে না এবং মানুষ তাহাই লাভ করে, যাহার জন্য চেষ্টা করে।" (৩৯-৪০ আয়েত)।

নোট ঃ—এখানে প্রায়শ্চিত্তবাদের (Doctrine of Atonement এর) খণ্ডন করা হইয়াছে। অতঃপর, বলা হইয়াছে ঃ—

(ঐ সকল গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে,) 'সে (অর্থাৎ মানুষ) তাহার চেষ্টার ফল অবশ্যই দেখিতে পাইবে এবং তাহাকে পুরাপুরি প্রতিফল দেওয়া হইবে। (৪১-৪২ আয়েত) এবং ইহাও (লিখিত) আছে যে, (পূর্ববর্তী এবং বর্তমান সময়ের সমগ্র জাতিগুলির) শেষ মীমাংসা তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার হাতেই আছে।" (৪৩ আয়াত)।

এই আয়াতগুলির পরে আল্লাহ্‌-তা'লা হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি এবং 'আদ' ও 'সমুদ' জাতিদের ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করিয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ—

"ফাবে আইয়ে আলায়ে রাব্বিকা তাতামারা। হাযা নাযিরুম্‌ মিন নুযুরিল্‌ উলা। আযেফাতিল আযেফাতু লাইসা লাহা মিন্‌ দুনিল্লাহে কাশেফাতু"

অনুবাদ ঃ "সুতরাং, তুমি তোমার স্রষ্টা ও পালনকর্তার দান সমূহের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ দান সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে?

"আমাদের এই রসুলও পূর্ববর্তী রসুলগণের ন্যায়ই একজন রসুল।"

"(এই জাতি সংক্রান্ত শেষ মীমাংসার) সময় নিকটবর্তী হইয়াছে।"

"আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্ত্বাই) ইহাকে টলাইতে পারিবে না।" (৫৩ ঃ ৫৬-৫৯)।

সুতরাং, যেহেতু সুরাহ্ নাজমের প্রারম্ভিক আয়েতে হযরত মসিহে মওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের আগমন সম্পর্কে ইশারা করা হইয়াছে, সেজন্য সুরাহের শেষ রুকুতে খৃষ্টান মতবাদ প্রসঙ্গে "হাযা নাযীরুম্ মিন্ নুযুরিল উলা" (তোমাদের এই রসুলও পূর্ববর্তী রসুলগণের ন্যায় একজন রসুল') বলায় ইহাই নির্দেশ করে যে, ইহা হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের উপর প্রযোজ্য। কারণ, 'সুরাইয়া নক্ষত্র' হইতে তিনিই ঈমান ফিরাইয়া আনিলে পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওসাল্লামের আগমনের পুরাপুরি উদ্দেশ্য ও তাঁহার বার্তা সম্বন্ধে সকল সন্দেহের অবসান হইবে বলিয়া সুরাহের প্রথমেই বলা হইয়াছে এবং তখনি শেষ মীমাংসা হওয়ারও কথা। আলোচ্য আয়েতের পূর্বোক্ত আয়েতেও তাহাই বলা হইয়াছে এবং "আযেফাতিল্ আযেফাতু" (অর্থাৎ 'এই জাতিসংক্রান্ত শেষ মীমাংসার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে") আয়েতটিতেও প্রধানতঃ খৃষ্টান জাতিগুলির পরিণাম সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। সুতরাং আলোচনাধীন আয়েতে যে 'নাযীর' ('সতর্ককারী,' অর্থাৎ রসুলের) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সেই সতর্ককারীই," যাঁহার আগমনে বর্ত্তমান যুগে আল্লাহ্-তাআলা বলিয়াছেন ঃ—

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী (নাযীর) অসিয়াছেন, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই; কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহা-শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। (তযকেরাহ্,' ১০৮ পৃঃ।)

সুরাহ কমরের সাক্ষ্য ঃ

অতঃপর, সুরাহ্ কমর। ইহা নিম্নলিখিত আয়েতটি দ্বারা শুরু হইয়াছে ঃ—

"একতেরাবাতিস্ সাআ'তু ওয়া আন-শাক্কুল কামারু" অনুবাদ ঃ 'ধ্বংসের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছে।" (৫৪ঃ২)।

'চাঁদ ফাটা' বা 'চাঁদ বিদীর্ণ হওয়া' সত্যের অস্বীকারকারী—সমসাময়িক ধর্ম নেতার শত্রুগণের ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ বটে।

কোরআন করীমের ব্যবহৃত ভাষার রীত্যানুযায়ী চাঁদ সম্বন্ধে কোন নূতনজ্ঞান, চিহ্নিত বা নিদর্শনাবলীর প্রকাশও 'চাঁদ ফাটা" বুঝাইতে পারে, যেমন সুরাহ ইন্‌শেকাকের আয়েত "ইয়াস্ সামাউন্ শাক্কাৎ" "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে" দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে উপর্যুপরি আকাশীয় নিদর্শনাবলীর প্রকাশ এবং প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন বুঝায়। সুতরাং, সুরাহ্ কমরের প্রথম আয়েতের অর্থ হইল, যখন চাঁদ সম্বন্ধে কোন নূতন বিশেষ তত্ত্ব জানা যাইবে—যাহা একটি সম্পূর্ণ অজানিত তত্ত্বাবিষ্কার হইবে—তখন তাহা ধর্মদ্রোহী ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পরায়ণ জাতিদের ধ্বংসের আলামত হইবে।

এখন সকলেই জানে যে, রাশিয়া রকেটগুলির সহযোগে এই দাবী করিয়াছে যে, চাঁদের যে পার্শ্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত পৃথিবীবাসী অনবহিত ছিল, উহার ফটো নেওয়া হইয়াছে এবং এইবার সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসী চাঁদ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইল।

সুতরাং, সুরাহ্ কমরে বর্ণিত 'ধ্বংস হওয়ার সময় উপস্থিত' ('একতেরাবাতিস্ সাআ'তু') ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা "চাঁদ ফাটার" ('এন্‌যেকুল্ কামার') ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, উহার সম্বন্ধ হইতেছে মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর সহিত, অর্থাৎ আমাদের সময়ের সহিত। ইহার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়, সুরাহ নজ্‌মের বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিক সম্মিলিত সম্বন্ধে। দৃষ্টান্ত স্থলে, পরবর্তী আয়াতগুলিতে খোদা-তা'লা বলেন ঃ—

"ওয়া ইঁয়রারাও আয়াতান্ ইয়ুরেযু ওয়া ইয়াকুলু ফামা তুগনিন্ নযুরু। ফাতাওল্লা আন্‌হুম্ ইয়াওমা ইয়াদ্‌উদ্‌দায়ে, ইলা শাই-ইন নুকরিন।"

অনুবাদঃ "এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে নিশ্চয়ই মুখ ফিরাইবে এবং বলিবে যে, ইহা শুধু একটি প্রবঞ্চনা মাত্র, যাহা সর্বদাই হইয়া আসিতেছে।

'এবং তাহারা অস্বীকার করিল এবং তাহাদের হীন প্রবৃত্তিগুলির পিছনে চলিল। আর প্রত্যেক কাজের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট থাকে।

"এবং তাহাদের নিকট এমন বিষয়গুলি উপস্থিত হইয়াছে, যেগুলিতে সতর্ক করিবার উপকরণ বিদ্যমান ছিল—

"প্রভাবকারী জ্ঞানের কথাও ছিল। কিন্তু (দুঃখের বিষয়) 'সতর্ককারিগণ' তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারিলেন না।

"সুতরাং, তুমি উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাও এবং ঐ সময়ের অপেক্ষা কর, যখন কোন এক অপছন্দীয় বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ, আযাবের দিকে) আহ্বানকারী তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন।" (৫৪ঃ৩ ৭ আয়েত)।

অভিষিক্ত ব্যক্তিগণঃ

অন্য কথায়, আল্লাহ্-তা'লা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে জানাইয়াছেন যে, ধর্মদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধী জাতিগণের উপর আল্লাহ্-তাআলার শেষ 'আযাব' পরে উপস্থিত হইবে, যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অনুবর্তিতা দ্বারা আরো কোন কোন অভিষিক্ত ব্যক্তি পৃথিবীতে আসিয়া এই জাতিগুলিকে ভয় প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু "ফা-মা তুগ্‌নিন নযুরু"—এই জাতিগুলি আঁ-হযরত (সাঃ) এবং আঁ-হযরতের (সাঃ) প্রতিনিধি-গণের শিক্ষা সমূহের দ্বারা কোনই উপকার লাভ করিবে ন।

'আন্-নুযুরু'— (সতর্ককারিগণ) 'আন্-নাযিরু' (সতর্ককারী, নবী ও রসুল) শব্দের বহু বচন। সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পর পৃথিবীতে আরো 'নাযীরগণ' আসিবার ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার পর ধর্মদ্রোহী জাতিগুলি (অর্থাৎ, 'ইয়াজুজ ও মাজুজ'—রাশিয়া ও আমেরিকা শক্তি পুঞ্জ আল্লাহ্-তাআলার শেষ আযাব প্রাপ্তির যোগ্য হইতে পারে। তাহারা আমেরিকার ডুইয়ের ভয়াবহ মৃত্যু, মহাসমরাবলী এবং ভূকম্পন প্রভৃতি বহু নিদর্শন দর্শন করিয়াছে এবং বিশ্বময় ইস্‌লামের সুসংবাদ-দাতাগণ খোদার ধর্মের দিকে আহ্বানে ব্যাপৃত আছেন।

উপরের উদ্ধৃত আয়াতগুলি হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, শেষ যুগে কাফেরদিগকে 'আযাবের' দিকে আহ্বানের, তথা সাজা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্-তা'লা এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করিবেন। কোরআন করীমে 'ইয়াজুজ ও মাজুজকে' শাস্তিদাতার নাম 'যুল কারনাইন' রাখা হইয়াছে। খোদা-তা'লা বলিয়াছেনঃ—

"কুল্‌না ইহা যাল্-কারনাইনে ইম্মা আন তু-আযযেবা ওয়া ইম্মা আন্ তাত্তাখেযা ফিহিম হুস্‌না। কাল-আম্মা মান্ যালামা ফাসাওফা নুআযযেবুহু সুম্মা য়ুরাদ্দু ইলা রাব্বেহী ফা-য়ুআযযেবুহু আযাবান নুকরা।"

অনুবাদঃ "আমরা (তাহাকে) বলিলাম, হে যুলকারনাইন, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে যে, তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, কিংবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।

"সে (যুলকারনাইন) বলিল, (হাঁ, আমি এইরূপই করিব এবং) যে অত্যাচার করিবে, তাহাকে তো আমি নিশ্চয়ই শাস্তি দিব—অতঃপর, সে (অত্যাচারী) তাহার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিবে এবং তিনি তাহাকে ভীষণ শাস্তি দিবেন।" (১৮ঃ৮৭-৮৮)।

এ যুগের যুল্‌কারনাইন

আমাদের যুগে হযরত মসিহ্‌ মাওঊদ আলাইহেস্‌ সালাম 'যুলকারনাইন' হওয়ার দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"সুতরাং, আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কোরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই 'যুল্‌-কারনাইন' আমিই, যিনি প্রত্যেক জাতিরই শতাব্দীগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

('যমীমা, বারাহীনে আহ্‌মদীয়া', পঞ্চম খণ্ড)

তারপর, হযরত মসিহ্‌ মাওঊদ আলাইহেস্‌ সালাম তাঁহার পরে তাঁহার মিশন—তাঁহার আগমন উদ্দেশ্যের সফলতা এবং বিশ্বের কোণে কোণে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে একজন অতি মহান পুত্রের সুসংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে এল্‌হাম এই যে, সেই ধর্ম সংস্কারক প্রতিশ্রুত পুত্র "ঐশী প্রতাপ (জালাল) প্রকাশের কারণ হইবেন।" ('তায্‌কেরা', ১৪৪ পৃঃ)।

তাঁহার সম্বন্ধে আরো এল্‌হাম এই :—

"আমি তাহার মধ্যে আমার আত্মা (বাণী) নিক্ষেপ করিব। খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইবে। বন্দিগণের মুক্তির হেতু হইবে এবং বিশ্বের কোণে কোণে খ্যাতি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীস প্রাপ্ত হইবে।" ('তায্‌কেরা', ১৪৪ পৃঃ)।

এই এল্‌হামগুলি কোরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে দ্বিতীয় 'যুল্‌-কারনাইনের মধ্যে' পাওয়া যাইবে।

'আন্‌ নুযুরগণ' কে ?

সুতরাং, সেই "আন্‌-নুযুর" 'সতর্ককারীগণ', যাঁহাদের শিক্ষা ও সাহায্য হইতে বর্তমান জাতিগুলি ফল লাভ করিবে না, তাঁহারা হইতেছেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওস্‌সাল্লাম, হযরত মসিহ্‌ মাওঊদ আলাইহেস্‌ সালাম, এবং আল্‌-মুস্‌লেহ্‌ মাওঊদ (রাজিঃ)।

সুরাহ্‌ কমরে "ইয়াওমা ইয়াদ্‌উদ্‌ দায়ে"

(আহ্বানকারী আহ্বান করিবেন—৫৪ : ৭) বলিবার পর আল্লাহ্‌-তা'লা বলিয়াছেন :—

'খুশ্‌শা-আন আব্‌সারুহুম ইয়া খরজুনা মিনাল্‌ আজদাসে কাআন্নাহুম্‌ জারাদুম্‌ মুন্‌তাশের।"

অনুবাদ : "তাহাদের চক্ষুগুলি নত হইবে এবং তাহারা কবর হইতে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় বাহির হইবে।" (৫৪ :৮) অপিচ, বর্তমান যুগে আল্‌-মুস্‌লেহুল্‌ মাওঊদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্‌-তা'লার ওহি হইতেছে এই :—

"যাহাতে তাহারা যাহারা জীবন লাভের আকাঙ্খা করে, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় এবং যাহারা কবরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে, বাহির হয় এবং যাহাতে ইস্‌লাম ধর্মের সম্মান এবং ঐশীবাণীর মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়।" ('তায্‌কেরা', ১৪২ পৃঃ)।

'কবর হইতে বাহির হওয়া' অর্থ ইস্‌লাম এবং কোরআন করীমের সত্যতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার। যাহারা ঐশী 'জালাল' এবং 'আযাব' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইস্‌লাম গ্রহণ করিবে, অন্য কথায় তাহারা জীবন লাভ করিবে। আর যাহারা আল্লাহ্‌-তা'লার প্রেরিত ব্যক্তিগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের সুসংবাদ বাহকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিবে, অবশেষে তাহারা আযাবগ্রস্ত হইবে। যখন তাহাদের শক্তি নাশ হইবে এবং ইস্‌লামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় আর বাধা দিতে পারিবে না, তখন তাহাদের ঐ অবস্থাই হইবে, যাহা উপরে উদ্ধৃত কোরআন করীমের আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

সুরাহ্‌ নাজ্‌মের ও সুরাহ্‌ কমরের সম্মিলিত সাক্ষ্য

ইহাও অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্ববর্তী সুরাহ্‌ নাজ্‌মের ন্যায় আলোচ্য সুরাহ্‌ কমরেও আল্লাহ্‌-তা'লা নূহের জাতি এবং আদ ও সামুদের পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, লূতের জাতির, ফির্‌আউনের সাথীদের এবং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর মুকাবিলাকারীদের ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক নূতন যুগে সত্যের বিরুদ্ধাচারীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "ওয়া লাকাদ্‌ আহ্‌লাক্‌না আশ্‌য়িআকুম্‌ ফাহাল্‌ মিন্‌ মুদ্দাকের!"

অনুবাদ: "এবং আমরা তোমাদের মত জাতিগুলিকে পূর্বেও ধ্বংস করিয়াছি এবং (ইহা জানিতে পারিয়া) কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবার আছে?" (৫৪ঃ৫২)

অর্থাৎ, এই আয়েত আমাদের সময়ের বিরুদ্ধাচারীদের ভাবিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

সুরাহ্‌ রাহ্‌মানোক্ত মহাশক্তিদ্বয়

সুরাহ কমরের পরে হইতেছে সুরাহ্‌ রাহ্‌মান। এই প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়ের প্রয়োজনের দিক হইতে সুরাহ্‌ রাহ্‌মান হইতে প্রথমেই উদ্ধৃতি দিয়া আমরা প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছি। তারপর, পরিবেশের সহিত আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি যে, সুরাহ্‌ রাহ্‌মানের ৩২নং আয়েতে যে 'দুই মহাশক্তি' ('সাকেলান') সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাতে কোরআন করীমের 'সুরাহ্‌ কাহাফে' বর্ণিত 'ইয়াজু-মাজুজ' দুই মহাশক্তি -রাশিয়ান ও আমেরিকান জোটকেই বুঝায়। সুরাহ্‌ রাহ্‌মানে ইহাদিগকেই "আইয়ুহাস্‌ সাকেলান্‌" (হে প্রধান শক্তিদ্বয়) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং আনুপূর্বিক ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, পৃথিবী এই দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তিপুঞ্জে বিভক্ত হইয়া পড়িলে এবং ইহারা উভয়ে ঐশী-বাণী প্রদত্ত শিক্ষার ও সত্যের বিরুদ্ধাচরণে আল্লাহ্‌তা'লা ইহাদের ধ্বংস শুধু আকাশীয় নিদর্শনাবলী ও উপকরণের দ্বারা আনয়ন করিবেন।

সুরাহ ওয়াকেয়ার ভবিষ্যদ্বাণী— তিন দল

সুরাহ ওয়াকেয়াতে ঐ সকল ঘটনার কথাই বর্ণিত হইয়াছে যাহা পূর্বোল্লিখিত সুরাহ্‌গুলিতে ধর্মের বিরুদ্ধাচারী বিশ্বের মহাশক্তিশালী জাতিগণের পরিণাম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ হওয়ার পর উপস্থিত হইবে। তখন বিশ্বের দুই মহাশক্তির পর্বতাকার ক্ষমতাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং পৃথিবী নিম্ন বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবে:—"ইযা ওয়াকেজাতুল্‌ ওয়াকেআতু * * * ফি জান্নাতিন্‌ নায়ীম।"

অনুবাদ: 'যখন সেই (বিষয়) যাহা হওয়া অনিবার্য্য বলিয়া শেষ মীমাংসা করা হইয়াছে কার্য্যতঃ ঘটিবে, উহার সংঘটনকে উহার নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে টলাইবার কোনই (জিনিস) নাই—উহা কাহাকেও কাহাকেও নীচু করিবে এবং কাহাকেও কাহাকেও উঁচু করিবে। সেই দিন পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইবে। অতঃপর, এমন হইয়া পড়িবে যেন বায়ু মণ্ডলে ঘূর্ণিমান অনু সমূহ এবং তোমরা তিন দলে বিভক্ত হইবে। এক তো ডান হাতওয়ালারা এবং তুমি জান কি যে ডান হাতওয়ালারা কিরূপ হইবে? এবং এক হইবে বাম হাতয়ালারা এবং তুমি জান যে বাম হাতওয়ালারা কেমন হইবে? এবং একদল (ইমানে ও আমলে) অগ্রগামীদের হইবে। সুতরাং, তাহারা তো সর্বাবস্থায় অন্যদের চেয়ে অগ্রেই থাকিবে এবং ঐ সকল ব্যক্তিগণ (খোদা-তা'লার) নৈকট্য প্রাপ্ত

বহু সম্পদে আকীর্ণ উদ্যান সমূহে বাস করিবে। (৫৬ঃ ২-১৩)

এই সুরাহের শেষ রুকুতে নিম্ন উদ্ধৃত আয়াত-গুলি দ্বারাও ইহাই আরো স্পষ্টাক্ষরে সমর্থিত হয় যে, সুরাহ্ আল্-ওয়াকেয়া 'বর্ণিত বিশেষ সংঘটন' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সম্বন্ধ রহিয়াছে বর্তমান যুগের সহিত। খোদা-তা'লা বলেনঃ—

'ফালা উকসেমু বেমাওয়াকেয়েন্ নজুম। ওয়া ইন্নাহু লাকাসামুন্ লাও তা'লামুনা আযীম। ইন্নাহু লা-কুরআনুন কারীমুন্।"

অনুবাদঃ—সুতরাং আমি নক্ষত্র সমূহ পতনের দিব্য করিতেছি (অর্থাৎ ইহাকে সাক্ষ্য স্বরূপে উপস্থিত করিতেছি)। যদি তোমরা বুঝিতে পার, তবে এই দিব্যটি অতি বড় (সাক্ষ্য)। নিশ্চয়ই এই কোরআন অত্যন্ত মহান।" (৫৬ঃ ৭৬-৭৮ আয়াত)।

তারকা বিচ্ছুরণ শেষ যুগের নিদর্শন

তারকা পতনের নিদর্শন হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্সালামের বিশেষ নিদর্শন সমূহের অন্যতম। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বলেনঃ—

"১৮৮৫ সনের ২৮শে নভেম্বর রাত্রে, অর্থাৎ ১৮৮৫ সনের ২৮শে নভেম্বর দিবা পূর্ব রাত্রি আকাশে নক্ষত্র ছুটাছুটির এমন তামাসা ছিল যে, আমি আমার সমস্ত জীবনে ইহার অনুরূপ দৃশ্য কখনও দেখি নাই। শূন্য আকাশে হাজার হাজার অগ্নি-শিখা চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছিল। তদ্রূপ কোন নমুনা পৃথিবীতে নাই, যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি। আমার স্মরণ আছে যে, ঐ সময় বহু বার এল্হাম হইয়াছিল—'মা রামাইতা ইযা রামাইতা ওলাকিন্নাল্লাহা রামা'।

('যাহা তুমি ছুড়িয়াছিলে, তাহা তুমি ছুড় নাই, বরং খোদা ছুড়িয়াছিলেন')। সুতরাং উল্কা পাতের সহিত সেই ছুটাছুটির বহু সামঞ্জস্য ছিল।

এই উল্কাপতনের যে তামাসা ২৮শে নভেম্বর ১৮৮৫ সন রাত্রিতে এরূপ ব্যাপকভাবে হইয়াছিল যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার পত্রিকা সাধারণে মহা বিস্ময়ে উহা ছাপিয়াছিল। লোকে মনে করিতে পারিত যে, উহা নিরর্থক কাণ্ড ছিল। কিন্তু খোদাওন্দ করীম জানেন যে, সর্বাপেক্ষা মনোযোগের সহিত এই তামাসা দর্শক এবং ইহা দ্বারা সুখানুভবকারী আমিই ছিলাম। আমার চক্ষু বহুক্ষণ ধরিয়া এই তামাসা দেখায় ব্যাপৃত ছিল। উল্কাপাতের সেই দৃশ্য সন্ধ্যা হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু এল্হামী সুসংবাদ সমূহের কারণে আমি বড়ই আনন্দে ইহা দেখিতে ছিলাম। কারণ, আমার হৃদয়ে এল্হাম যোগে নিক্ষিপ্ত ছিল যে, ইহা আমার জন্য নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে।" ('তাযকেরা,' ১৩৫-২৬ পৃঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী

উপরোল্লিত উল্কা পতনের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার তিনমাস অতিক্রম করিবার পূর্বেই আল্লাহ্-তা'লা হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালামকে প্রতিশ্রুত পুত্র ও প্রতিশ্রুত ধর্ম সংস্কারক "আল্-মুসলেহুল্ মাওউদ" আবির্ভূত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুসংবাদ দেনঃ—

'যাহাতে ইস্লাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয়।"

বস্তুতঃ, হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের মাধ্যমে সুরাহ্ আল্ওয়াকেয়া বর্ণিত নক্ষত্র পতনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পৃথিবীতে কোরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাত্মা প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অনন্তর, আল্লাহ্রই যাবতীয় মহিমা ও প্রশংসা।

সুরাহ্ নজম ও মুসলেহ্ মাওউদ

আল্-মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলীর এল্হামী বাক্য পাঠ করিলে সুরাহ্ নাজ্মের প্রারম্ভিক আয়াত দুইটির সত্যতারও অতিশয় বড় প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ আয়াত দুইটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা উপরে করিয়া আসিয়াছি। এই আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, সুরাইয়া নক্ষত্র বা সপ্তর্ষিমণ্ডল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর সত্যতা পৃথিবীতে দৃঢ়তমরূপে প্রতিভাত হইবে। মুস্লেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ঐশী-বাণীর উল্লিখিত এবারতেও আল্লাহ্-তা'লা বলেন ঃ—

"এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বের উপর ইমান আনে না এবং খোদার ধর্ম, তাঁহার কেতাব ও তাঁহার পবিত্র রসুল মুহাম্মদ মুস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চোখে দেখে, তাহারা যাহাতে এক খোলা নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধিগণের পথ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।" ('তাযকেরা'; ২য় সংস্করণ, ১৪২ পৃঃ)।

আঁ-হযরতের সত্যতা

অন্য কথায়, আল-মুসলেহ মাওউদের দ্বারা আল্লাহ্-তায়ালা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিবেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর প্রতি আক্রমণকারীরা পৃথিবীতে অপরাধী প্রমাণিত হইবে এবং আঁ-হযরত (সাঃ আঃ)-এর সত্যতা বিশ্বে উজ্জ্বলরূপে প্রদর্শিত হইবে।

যাহা হউক, 'আকাশীয় নিদর্শন সমষ্টি' স্বরূপে বিশ্বের স্রষ্টা ও কর্তা পৃথিবীতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে শেষ ও স্থায়ী পার্থক্য প্রদর্শনার্থে যাহাকে এযুগে আবির্ভূত করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)। পৃথিবীর কোন জোট, কোন শক্তি, চাঁদেই যাউক বা নক্ষত্ররাজিতেই যাউক, বা উহাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চিন্তায় বিভোর থাকুক—বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধন করিতে পারে না এবং ইসলামের সত্যিকার অনুবর্তিগণ ঐ জাতিগুলি দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হইতে পারে না, কিংবা তাহাদের অন্ধ অনুগমনেরও প্রয়োজন নাই। যেহেতু সারা বিশ্ব শক্তি ও ঐশ্বর্য নিয়াও আধ্যাত্মিক জগতে মুকটধারীর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কেহ সম্মুখীন হইতে পারে না।

'আহে গারীব কম নাহি গায়যে শাহে
জাহাঁ সে কুচ্ছ,
যিস্ সে হুআ জাহাঁ ভাবাহ্ দেলকা
মেরে গুব্বার থা।"

(কালামুল্ মুস্লেহুল্ মাওউদ)

অনুবাদক—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

২২শে জানুয়ারী, ১৯৬০ সনের সালানা জলসা সংখ্যা 'আল্ফযল' পরিবর্তিত

★

ইসলামিক একাডেমীতে কাজী মোহাম্মাদ নযীর সাহেবের বক্তৃতা

ইসলামিক একাডেমীর সাপ্তাহিক মজলিশে আমন্ত্রিত হইয়া জনাব কাজী মোহাম্মাদ নযীর লায়েলপূরী সাহেব গত ৬ই অক্টোবর মগরিবের নামাযের পরে "বিশ্বে ইসলাম কি ভাবে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

মজলিশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক একাডেমীর এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সৈয়দ হাবিবুল হক সাহেব। কোরআন তেলওয়াতের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

জনাব কাজী সাহেব তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণের প্রারম্ভে ইসলাম যে জীবন্ত ধর্ম সে বিষয়ে আলোক পাত করেন। অতঃপর ইসলাম ধর্মের সহিত অন্যান্য ধর্মের তুলনা করিয়া ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহা প্রমাণিত করেন। তিনি বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে খাঁটী তৌহিদ কোন ধর্মেই ছিল না। যদিও ইহুদীরা খোদার একত্বে বিশ্বাসী ছিল; কিন্তু তাহারা গোমরাহ ছিল।

জনাব কাজী সাহেব বলেন ইসলাম ধর্ম সমস্ত মানব জাতির জন্য। আরব, হিন্দ বা চীনের জন্য নয়। ইসলাম যেমন সমস্ত মানব জাতির জন্য তেমনই ইসলামের শরীয়ত গ্রন্থ পবিত্র কোরআনও সমস্ত মানব জাতির জন্য। পবিত্র কোরআনই যে মানব জাতিকে সত্যিকার মুক্তির পথ, শান্তির পথ দেখাইতে পারে উহার উপর জনাব কাজী সাহেব আলোচনা করেন। তিনি বলেন যেহেতু আজ মুসলমানরা কোরআন হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে সেহেতু মুসলমান জাতির মধ্যে নানাপ্রকার পাপাচার অনাচার দেখা দিয়াছে এবং এই সুযোগে ত্রিত্ববাদ মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আজ ত্রিত্ববাদ ইসলামের জন্য হুরকি স্বরূপ। জনাব কাজী সাহেব বলেন যে, ত্রিত্ববাদের মোকাবিলা আমাদের করিতেই হইবে। পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামকে বিস্তার দিতে হইবে। দুনিয়ার পণ্ডিতদের সম্মুখে যখন ইসলামের শিক্ষা তুলিয়া ধরা হয় তখন তাহারা বলেন ইসলামের মোকাবেলায় অন্য কোন মতবাদ নাই। জনাব কাজী সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্-তালা মুসলমানদের উপর এ দায়িত্ব ভার দিয়াছিলেন যেন মুসলমানরা "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ কলেমা সারা দুনিয়ায় প্রচার করেন; অর্থাৎ তবলিগ করেন॥ কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমানরা সে দায়িত্ব হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইসলাম পৃথিবী হইতে মিটিতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে শিথিলতা আসিয়াছে; কিন্তু পুনরায় মুসলমানরা জাগিবে এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে।

ইসলামের প্রাধান্য লাভের উপায় সমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তারের জন্য প্রয়োজন যেন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ইসলামের জন্য নিজদিগকে নিয়োজিত করেন। ঐ সকল ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা সমস্ত জগতে প্রচার করিবে, শুধু প্রচারই করিবে না, তাহাদের নিজদিগকে কোরআনের আলোকে আলোকিত করিবে, যাহাতে অপর সকল ব্যক্তি বা জাতি তাহাদিগ হইতে আলোক গ্রহণ করিতে পারে। জনাব কাজী সাহেব উল্লেখ করেন যে, কোরআনের আদর্শ নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা ও পৃথিবীর কোণে কোণে প্রচার করাই বড় জেহাদ। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় কোরআন শিক্ষার উপর জোর দেন।

তিনি বহু উদ্ধৃতি পেশ করিয়া বলেন যে; কোরআনের ভুল তফছির বাহির হইয়াছে, যাহা ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং ইসলামের শত্রুদের সুযোগ দান করিয়াছে। এই সুযোগে বিপথগামী খৃষ্টান বা ত্রিত্ববাদের ধ্বজাধারীরা ইসলামের

বিরুদ্ধে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়াছে। আজ সমস্ত জগতে খ্রীষ্টানরা প্রবল। তিনি ত্রিত্ববাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া বিষয় আলোচনা করেন।

বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন যে, আল্লাহর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমেই মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। কোন প্রায়শ্চিত্ব মানবতাকে রক্ষা করিবে না। নিজেকে পবিত্র করা ও আল্লাহ্‌র সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করার মধ্যেই সকল মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, আহমদী জামাত এযুগে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, আহমদীয়াতের বড় শিকার ত্রিত্ববাদ। আজ খ্রীষ্টানরা আহমদী জামাতের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছে না।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সে দিন বহু দূরে নয় যেদিন ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রাধান্য লাভ করিবে।

ইসলামিক একাডেমীতে বিদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে "স্লাইড শো"

গত শনিবার (৭ই অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ইসলামিক একাডেমী মিলনায়তনে বিশ্বে ইসলাম প্রচারে আহমদী মুসলীম মিশনারীদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য সম্পর্কে একটি স্লাইড শো প্রদর্শিত হয়।

এই স্লাইড শো তে আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপে আহ্‌মদীদের প্রচেষ্টায় নির্মিত মসজিদ, ইসলাম প্রচার কেন্দ্র ও স্কুল-কলেজের ছবি এবং বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর ছবি দেখান হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাহরীকে জদীদের ওয়াকিলুল মাল আলহাজ চৌধুরী শাববীর আহ্‌মদ সাহেব।

স্লাইড শো দর্শনের জন্য বহু লোক আগমন করিয়াছিলেন। সমস্ত হলঘর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকেই বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্লাইড শো দর্শন করেন।

নারীদের জন্য স্লাইড শো প্রদর্শনের ব্যবস্থা

৮ই অক্টোবর মাগরীবের নামাযের পরে ৪নং বকসি বাজার রোডে অবস্থিত দারুত তবলিগে নারীদের জন্য স্লাইড শো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লেখ যোগ্য যে, ইউরোপে আহ্‌মদী জমাত কতৃক নির্মিত ছয়টি মসজিদের তিনটি মসজিদই নারীদের অর্থে নির্মিত হইয়াছে।

বুজুর্গদের রাবওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা

পূর্ব-পাকিস্তানের মসলিশে আনসারুল্লাহর বিভিন্ন সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগত জনাব কাজী মোহাম্মদ নযীর সাহেব লায়েলপুরী, জনাব আল-হাজ চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব ও জনাব চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেব রাবওয়ার উদ্দেশ্যে গত ১০ই অক্টোবর বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁহারা প্রদেশে এক মাস অবস্থান করেন।

তাহাদিগকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, ঢাকার আমীর জনাব এস. এম. হাসান সাহেব, প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী ব্যারিষ্টার জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেব, সদর মুরব্বী জনাব আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, জনাব আলহাজ মোহাম্মাদ সোলেমান সাহেব, জনাব ফজল দীন সাহেব, জনাব মালেক খাদেম সাহেব ও হাবিবুর রহমান (চর দুখিয়া) বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ মওউদ ঃ	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক-সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুনঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	"
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	"
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	"
৫।	হোশান্না	"
৬।	ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব	"
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	"
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	"
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	"
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	"

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road Dacca - 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.